



175216 - যবে ব্যক্তি ধৰ্ম্মে হারিয়ে যনো করতে চায়

---

প্রশ্ন

আমি যনো করতে চাই! আমি আর নিজেকে সামলাতে পারছি না। দশ বছর যাবৎ ধৰ্ম্মে ধরে আছি। আলহামদু লিল্লাহ আমি নামায পড়ি, রোজা রাখি। কিন্তু যখনই আমি কোন ময়েকে বয়রে প্রস্তাব দেই বয়ি ভেঙে যায়। আমি যনো করতে চাই! আমি যনো করতে চাই! আমি দোয়া করি; কিন্তু দুআ কবুল হয় না। আমি কি করব? আমি আর পারছি না।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আপনি আমাদরে সাথে যমেন স্পষ্টবাদী হয়েছেন আমরাও আপনার সাথে স্পষ্টবাদী হব। আপনি কি আমাদরে কাছে এজন্য মহেল করছেন যে, আমরা আপনাকে যনো করার অনুমতি দিবি?! আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার জন্য কাউকে অনুমতি দয়ার অধিকার তো আমাদরে নাই। নাকি আপনি চাচ্ছেন যে, আমরা আপনাকে ব্যভিচার বধি বলে ফতোয়া দিবি?! কোন মুসলমানরে পক্ষে এ ফতোয়া দো সম্ভব নয়। যনো কবরি গুনাহ। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই যনোর শাস্তি বত্রেঘাত ও পাথর নকিষেপে হত্যা নরিধারণ করছেন এবং এ গুনাহর সাথে সংশ্লিষ্ট বেশে কিছু বধিান আরোপ করছেন। যমেন- যনোকারী তওবা না করা পর্যন্ত তাকে বয়ি করতে দো হবো না। এ গুনাহ কারণে আখরোতে যন্ত্রণাদায়ক কঠনি শাস্তরি হুমকি দিচ্ছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে শাস্তরি কিছু বরণনা উল্লেখ করছেন: আল্লাহ তাআলা জাহান্নামরে একটি চুল্লতি ব্যভিচারী নর-নারীকে উল্গ অবস্থায় একত্রতি করবনে। সেখনে জাহান্নামরে আগুন তাদরেকে পোড়ানো হবো। তাদরে বকিট শব্দ শুনো যাবে। অতএব, যে ব্যক্তি যনো করতে চায় আমাদরে কাছে তার জন্য অনুমতি নাই। আমাদরে কাছে যনো বধি মর্মে কোন ফতোয়া নাই।

দুই:

আগেই বলছি আমরা আপনার সাথে স্পষ্টবাদী হব, আপনি যমেন আমাদরে সাথে স্পষ্টবাদী হয়েছেন। ধরুন, আপনি যে কঠনি ও কষ্টকর পরিস্থিতিরি মধ্যে আছেন -আল্লাহ না করুন- আপনার বোন বা মা যদি সে অবস্থার মধ্যে পড়ে এবং আপনি যনো করতে চাচ্ছেন তারাও তা করতে চায় তখন তাদরে এই চাওয়ার ব্যাপারে আপনার মতামত কি হবে?! আমরা আপনার উত্তর জানি; সুতরাং উত্তর দয়ার প্রয়োজন নাই। আমরা শুধু এ ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি- আপনি যনো করতে



চাচ্ছনে সটো কত বড় জঘন্য।

আচ্ছা এ প্রসঙ্গ বাদ দনি; অন্য প্রসঙ্গে আসুন। এ বর্শিবে এমন কত যুবক আছে যারা যনো করতে চাচ্ছ। হতে পারে তাদের অনেকে – আপনার মত- সম্ভ্রান্ত। হতে পারে সেও এমন কঠিনি ও কষ্টকর অবস্থা সহিতে পারছে না। সেও যনো করতে চাচ্ছ। এবং সে যে মহিলার সাথে যনো করতে চাচ্ছ – আল্লাহ না করুন- সে আপনার বোন অথবা আপনার মা। আপনি তখন কি বলবেন?! আমরা আপনার উত্তর জানি; সুতরাং উত্তর দয়ার প্রয়োজন নাই। জনে রাখুন, আমরা যদি আপনাকে যনো করার অনুমতি দিই এর অর্থ হলো আমরা আপনার বোন ও মায়ের জন্যেও যনো করার অনুমতি দিলাম। আমরা যদি আপনাকে যনো করার অনুমতি দিই এর অর্থ হলো আমরা মানুষকে আপনার বোন ও মায়ের সাথে যনো করার অনুমতি দিলাম। ইসলামের মত পবিত্র শরিয়তে যা হওয়া অসম্ভব। আপনার বোন ও মায়ের ইজ্জত ইসলামী শরিয়তের মাধ্যমে সুরক্ষিত। আল্লাহ প্রদত্ত বধিবিধানের মাধ্যমে সংরক্ষিত। যে ব্যক্তি এ ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করবে সে দুনিয়া ও আখরোতে এর সাজা পাবে। আপনি দখেলনে তো ইসলামী শরিয়া কতিবে আপনার পরিবারের ইজ্জত-আব্রুর হফোয়ত নশ্চিতি করছে। সুতরাং আপনি কতিবে প্রত্যাশা করেন যে, আমরা আপনাকে অন্য নারীদের ইজ্জত কলঙ্কিত করার অনুমতি দিবি এবং বলব, ঠিকি আছে যনো করুন; অসুবিধা নাই!! আমরা আপনার সামনে যে উদাহরণটি তুলে ধরলাম সেটি সর্বশ্রেষ্ট মানুষ, সর্বোত্তম ব্যক্তি, যিনি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি জানেন, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখ করছেন। যখন এক যুবক এসে তাঁর কাছে যনো করার অনুমতি চাইল তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি কি তোমার মায়ের জন্যে এটা পছন্দ করবে? তুমি সেটা তোমার বোনের জন্যে পছন্দ করবে? আমরা আশা করব, আপনি সচতেনভাবে অনুধাবন করবেন যে, আমরা যে উদাহরণটি পেশ করছি এর মাধ্যমে শুধু আপনি যা করতে চাচ্ছনে সে বিষয়টির কদর্যতা তুলে ধরা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ ইচ্ছা হলোই মানুষের ইজ্জত হরণ করা বৈধ নয়। বরং তা পবিত্র শরিয়তের মাধ্যমে সংরক্ষিত। পূর্বোক্ত হাদিসটির পরিপূর্ণ ভাষ্য ও এ হাদিস বিষয়ক আরো কিছু সুন্দর কথা 52467 নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি:

প্রিয় ভাই, আপনি কি ভাবছেন যনো করার মাধ্যমে যটন উপভোগ করে আপনি প্রশান্তি পাবেন – আল্লাহ আপনাকে এ গুনাহ দূরে রাখুন ও পবিত্র রাখুন?! যদি আপনি এমনটি ভাবে থাকেন তাহলে মহা ভুলের মধ্যে আছেন। বরং যনোতে লিপ্ত হওয়া মানে দেহ, মন ও দ্বীনদারের উপর অতি তিক্ত কিছু পরিণামের দুয়ার খোলা। যনো হচ্ছে- দ্বীনদারের হ্রাস, তাকওয়ার বলিপ্তি, ব্যক্তিত্বের বচিযুতি, আত্মসম্মানের স্থলন, খয়োনত, লজ্জাশীলতার হ্রাস, আল্লাহর নজরদারের অনুভূতহীনতা, হারামের ব্যাপারে বেরোয়া ইত্যাদি মন্দে মূল। যনো অবধারণি করে দেয়: আল্লাহর অসন্তুষ্টি, চহোরায় কালি পড়া ও নশ্প্রভ হওয়া, অন্তর মরে যাওয়া ও নূর চলে যাওয়া, হৃদয় সংকীর্ণ হওয়া ইত্যাদি। আমরা 20983 নং প্রশ্নের জবাবে এ পরিণামগুলো পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরছি। সে উত্তরটি পড়তে পারেন। ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) এর ‘রওদাতুল মুহিব্বীন’ কতিব থেকে আমরা এ বিষয়গুলো উদ্ধৃত করছি।

চার:



প্রিয় ভাই, আসুন আপনাকে জিজ্ঞাসে করি- আপনি নামায রোজা কনে করেন? যদি তা এ কারণে করে থাকেন- এটাই আপনার প্রতিধারণা- যে, আল্লাহ আপনার উপর নামায পড়া ও রোজা রাখা ফরজ করছেন এবং এ দুটো বর্জন করা হারাম করছেন। তাহলে আমরা আপনাকে বলব, অনুরূপভাবে আল্লাহ আপনার উপর আপনার যৌনাঙ্গ হফযত করাকে ফরজ করছেন এবং যেনো করা হারাম করছেন। আমরা এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহে করিনি যে, আপনি বিশ্বাস করেন- আল্লাহ আপনাকে নামায আদায়কালে দেখতে পাচ্ছেন। এ কারণে আপনি প্রশান্তচিত্তে বনিম্রভাবে নামায আদায় করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথোপযোজ্য শিক্ষা দিয়েছেন সতোভাবে নামায পড়েন। ঠিক তমেনি আপনি যখন যেনো করবেন তখনও তা আল্লাহ আপনাকে দেখবেন! যেহেতু আপনার ঈমান আপনাকে দিয়ে সুন্দরভাবে নামায আদায় করায় তাই আমাদের ধারণা আপনার সো ঈমান আপনাকে যেনো থেকেও বরিত রাখবে। কারণ আমরা আপনার প্রতিভাল ধারণা পোষণ করি। আমরা মনে করি, আপনি জানেন যে, এটি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা নয়; অথচ আল্লাহ আপনাকে ইসলামের নয়োমত দান করছেন। আপনাকে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা দিয়েছেন। এ মহান নয়োমতগুলোর শুরুরিয়া এভাবে করতে হয় না।

পাঁচ:

আপনার হয়তো স্মরণে নাই যে, আপনি যে কঠিন ও কষ্টকর অবস্থার মধ্যে আছেন যদি এতে সবার করেন তাহলে আপনি সওয়াব পাবেন। মুমনিরো তা মুসবিতের সময় ধৈর্য ধারণ করে থাকে এবং আনন্দের সময় আল্লাহর শুরুরিয়া আদায় করে থাকে। মুমনি ছাড়া অন্য কটে এটা করে না। মুসবিতে ধৈর্য রাখতে, আনন্দকালে শুরুরিয়া আদায় করে। যদেনি আপনি আপনার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবেন সদেনি আপনি আপনার আমলনামায় এর সর্বোত্তম পুরস্কার পাবেন, ইনশাআল্লাহ। আপনি 71236 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়তে পারেন। সেখানে বপিদ মুসবিতে মুমনির অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে।

ছয়:

আপনার হয়তো স্মরণে নাই যে, আপনার দুআ বফিলে যায়নি। আপনি যে তাগদি দিয়ে বলছেন আপনার দুআ কবুল হয়নি এটা আপনার ভুল। দুআ কবুলের তিনটি অবস্থা হতে পারে। এক, আপনি যা চয়েছেন সাথে সাথে আল্লাহ সটো দিয়ে দয়ো। দুই, দুআ অনুপাতে আপনার বাল-মুসবিত দূর করে দয়ো। তনি, আপনাকে আখরোতে সওয়াব দয়ো, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের দনি আপনি তা দেখবেন। কিন্তু আপনি ভবেছেন দুআ কবুল হওয়া মান- আপনি যা তলব করছেন শুধু সটো দিয়ে দয়ো। তাই আপনি বলছেন, আল্লাহ আপনার দুআ কবুল করেননি। নঃসন্দেহে এটি আপনার ভুল ধারণা। বান্দা কর্তৃক আল্লাহর কাছে দুআ করাটা একটা মহান ইবাদত। দুআর মাধ্যমে বান্দা স্রষ্টির কাছে তার দীনতা, হীনতা তুলে ধরে। শয়তান সর্বদা চেষ্টা করে বান্দাকে দুআ থেকে বমিখ রাখতে। তাই সে বান্দার অন্তরে অবলিম্বে তার মাকছাদ পূরণ হওয়ার বাসনা ঢুকিয়ে দেয়। ফলে সে বরিক্ত হয়ে দুআ ছড়ে দেয়।

ইবনে বাত্‌তাল (রহঃ) বলেন: জনকৈ আলমে বলেন: বান্দা তখন দুআর প্রতিদিন অবলিম্বে পতে চায় যখন দুআর উদ্দেশ্য



হয়: প্রার্থনার মাকছাদ অর্জন। ফলে মাকছাদ অর্জতি না হলে দুআ চালিয়ে যাওয়াটা তার জন্য কঠিন হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে বান্দার দুআ করার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত: আল্লাহকে ডাকা, তার কাছে চাওয়া, সর্বদা নজিরে দনৈয়তা প্রকাশ করা, কখনো দাসত্বেরে বশেষিট্য ও আলামত পরতিয়াগ না করা, আদশে ও নষিধেরে অনুগত থাকা।[শারহ সহহি মুসলামি (১০/১০০)]

দুআ কবুলের শর্তগুলো জানতে 13506 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

দুআ কবুল হওয়ার প্রতবিন্ধকতাগুলো জানতে 5113 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

দুআ করার আদব বা শষিটাচারগুলো জানতে 36902 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

দুআ কবুল হওয়ার সময় ও স্থানগুলো জানতে 22438 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

সাত:

এই বসিতারতি আলোচনার পর আমরা যনে আপনাকে বলতে শুনছি, “আমি যনো করতে চাই না”। আমরা আপনার ব্যাপারে এই ধারণাই পোষণ করি। প্রকৃতপক্ষে যনো করার অনুমতির জন্য আপনি আমাদের কাছে ইমহেল করনেনি। অথবা আমরা আপনাকে যনো করা জায়যে ফতোয়া দবি সতে উদ্দেশ্যে প্রশ্নটি পাঠাননি। যহেতু আপনি জাননে য়ে, সইে অধিকার আমাদের নইে। যদি আপনি যনো করতেই চাইতনে তাহলে আমাদেরকে ইমহেল না করইে যনো করে ফলেতনে। কারণ আমরা তে আর আপনাকে পর্যবক্ষেণে রাখতে পারছি না বা আপনি আমাদের কর্তৃত্বাধীনও নন য়ে, আমাদের কাছ থেকে অনুমতি নবিনে। কনিতু আমরা নশিচতি য়ে, আপনি য়ে মুসবিতরে মধ্যে আছনে আপনি আপনার ভাইদরে কাছে সতে ব্যাপারে অভিযোগ করতে চয়েছনে এবং আপনি চয়েছনে আপনার ভাইয়রো যনে আপনাকে এমন কিছু নসীহত, দকিনরিদশেনা ও উপদশে দয়ে যাতে আপনি যনো না করনে। আমরা সতে দায়তিব নয়িে আপনার পাশে দাঁড়ালাম। দরৌতে বয়িরে য়ে পরীক্ষার মধ্যে আপনি আছনে এ অবস্থায় আমরা আপনাকে ধরৈয় রাখার উপদশে দচ্ছি। এ দীর্ঘ বছর ধরে দ্বীনদারি ও আত্মসম্মান হফোযত করতে পারায় আমরা আপনাকে শুভচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা বশিবাস করি আপনি যদি আপনার রবরে সাহায্য চান তাহলে আপনি এর চয়েে কঠনি পরসিথতিতিওে আপনার দ্বীনদারি ও আত্মসম্মান রক্ষা করতে পারবনে।

আমরা আপনাকে আল্লাহর রহমত থেকে নরিশ না হওয়ার উপদশে দচ্ছি এবং সৎ পাত্রী খুঁজে পতে আরে জেরে প্রচেষ্টা চালাবার পরামর্শ দচ্ছি। নকে আমলরে মাধ্যমে আপনার রবরে সাথে সম্পর্ক ঘনষিঠ করার আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যনে ঈমানকে আপনার কাছে প্রয়ি করে দনে, সুশোভতি করে দনে। কুফর, পাপ, অবাধ্যতাকে আপনার কাছে নিন্দনীয় করে দনে। আপনাকে সুপথপ্রাপ্তদরে অন্তর্ভুক্ত করে ননি। আমরা আশা করব আপনি 20161 নং প্রশ্নোত্তরদ্বয়ও পড়বনে।



আল্লাহই উত্তম তাওফিকদাতা।